অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ, সমস্যা ও সুপারিশসমূহ:

নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার % সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিকান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার % সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০১	০	০	০	০	০১	২০%	০	০

০১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০১**

০২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:** সিডিভ্যাট খাতে প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধি, প্রেষণ ভাতা/প্রকল্প ভাতার সংস্থানসহ অর্থায়নকারীর অর্ন্তভুক্তি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন, রিসোর্স পারসনদের জন্য সম্মানীর সংস্থান, প্রকল্পের ব্যয় সমন্বয়।

০৩। **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:**

ক্রমিক	সমস্যা	সুপারিশ
১. প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন পর্যায়:		
০১।	প্রকল্পের আওতায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে 'ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস অনুবিভাগ ' শীর্ষক নতুন অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ অনুবিভাগে মোট ৩৮টি পদের সংস্থান রয়েছে।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে সৃষ্ট নতুন 'ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস অনুবিভাগ' কে কার্যকারী রাখা এবং কার্যক্রম পরিচালনায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
০২।	প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে 'ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস অনুবিভাগ ' শীর্ষক নতুন অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।	'ডেভেলপমেন্ট ইফেক টিভনেস অনুবিভাগ 'কে কর্মবন্টণ অনুযায়ী বাংলাদেশে ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস সংক্রান্ত কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা , এ সম্পর্কে সরকার তথা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগকে পরামর্শ প্রদান ও বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগীতা প্রদান করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
০৩।	বাংলাদেশ বৈদেশি ক সহায়তার প্রবাহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক Aid Information Management System (AIMS) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।	অনলাইনভিত্তিক Aid Information Management System (AIMS) –কে সচল ও আপডেট রাখার বিষয়ে তৎপর হতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
০৪।	বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনায় গুনগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।	AIMS কে উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার একক উৎস হিসাবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
		মন্ত্রণালয়/বিভাগকে 'উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা' এর খসড়াটি দ্রুত অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের Functional Review and Capacity Need Assessment করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের 'Functional Review and Capacity Need Development Assessment' এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্ট্রেনদেনিংএক্সটারনালএইডম্যানেজমেন্টক্যাপাসিটিএসইএএমসি)শীর্ষকপ্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

১.০	প্রকল্পের নাম	:	"স্ট্রেনদেনিংএক্সটারনালএইডম্যানেজমেন্টক্যাপাসিটিএসইএএমসি" শীর্ষকপ্রকল্প
২.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট ও হিসাব ফাবা উইং, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।
৩.০	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	অর্থ মন্ত্রণালয়।
৪.০	প্রশাসনিক বিভাগ	:	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।
৫.০	পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ	:	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।
৬.০	প্রকল্প এলাকা	:	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কার্যালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৭.০	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধন)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৮৭.০০	৬৮৭.০০	৬৬২.৫৫	জানুয়ারী ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	প্রয়োজ্য নয়	জানুয়ারী ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	৬৬২.৫৫ (৯৬.৪৪%০	সময় অতিক্রান্ত হয়নি।

৮.০ **পটভূমি:**

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) হতে "স্ট্রেনদেনিং এক্সটারনাল এইড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি (এসইএএমসি) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গৃহীত সমাপ্ত প্রকল্পটি Japan Debt Canecllation Fund (JDCF)-এর মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি। বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের জন্য প্রক্রিয়াধীন পাইপলাইন প্রকল্পসমূহের মনিটরিং, বৈদেশিক সহায়তা কমিটমেন্ট ও চলমান প্রকল্পের ডিসবার্সমেন্টের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রকল্প অফিসের সাথে তথ্য আদান-প্রদান এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-তে বৈদেশিক সাহায্যের বরাদ্দ ও ব্যবহারের তথ্য সংরক্ষণ ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত কার্যাদি প্রকল্প সম্পন্নের পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হতো। এর ফলে real-time data প্রাপ্তি দূরহ হয় যা যথাসময়ে বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট প্রণয়ন পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণমূলক ও মানসম্মত প্রতিবেদন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতো। উল্লেখ্য যে, ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত সফট্ওয়্যার Debt Management and Finincial Analysis System (DMFAS) দ্বারা প্রকল্প-ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত কোন কাজ দ্রুততার সম্পাদন করা সম্ভব হতো না। এ প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ডিজিটালাইজড করার জন্য এ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, আইসিটি এ্যাক্ট,২০০৯ অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজড করার বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৯.০ উদ্দেশ্য:

জাতীয় উন্নয়ন কর্মকৌশল বাস্তবায়নে বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থাপনার বৃদ্ধি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) পাইপ লাইনে থাকা ও চলমান বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য ইআরডি, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রকল্প অফিস, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, সিজিএ অফিস-এর মধ্যে একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

খ) বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ প্রদান ও সর্বাত্বক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

গ) বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ ব্যবস্থাপনা ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১০.০ প্রকল্পের মূল কাজ:

ক) বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'Foreign Aid Management System" (FAMS) নামক ওয়েব-বেইজড ডিজিটাল সিস্টেম চালুকরণ। এজন্য উক্ত ওয়েব-বেইজড এপ্লিকেশন সফটওয়্যার FAMS-এর ডিজাইন প্রণয়ন, প্রস্তুতকরণ ও চালুকরণ;

খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১১.০ **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর এর ভিত্তিতে) :**

(লক্ষ টাকায়)

কাজের আইটেম (সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্য (+ -)	
		বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
রাজস্ব:							
ভাতাদি			২১.০০		২০.০৬		(-) ০.৯৪
টেলিফোন/টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টার	থোক		০.৫০		০.৪৮		(-) ০.০২
মূদ্রণ ও বাঁধাই	থোক		১.০০		০.৯৬		(-) ০.০৪
স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক		১৮.৫০		১৮.১৮		(-) ০.৩২
বই ও সংবাদপত্র	থোক		০.৩০		০.২৪		(-) ০.০৬
বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা	থোক		৩.৯০		৩.২৭		(-) ০.৬৩
প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক		১৩০.০০		১২৬.২০		(-) ৩.৮০
সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	থোক		৮১.০০		৭৪.৪২		(-) ৬.৫৮
অপ্যায়ন	থোক		৩.০০		২.৯৬		(-) ০.০৪
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক		১.০০		০.৯৩		(-) ০.০৭
সম্মানী/ফ্রি/পারিশ্রমিক	থোক		৩.৫০		৩.৩৩		(-) ০.১৬

কাজের আইটেম (সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্য (+ -)	
		বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক
কম্পিউটার সামগ্রী	থোক		১৫.৭৫		১৫.৬৯		(-) ০.০৬
ভাড়া ব্যয় (মাইক্রোবাস)	থোক		৩০.০০		২৬.৭৯		(-) ৩.২১
অন্যান্য ব্যয়	থোক		৪.২৫		৪.২২		(-) ০.০৩
ফর্ণিচার সামগ্রী	থোক		০.২০		০.২০		-
কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক		১.০০		০.৯৩		০.০৭
অফিস ভবন (সার্ভার, অফিস ও কনফারেন্স কক্ষ)	থোক		৬৯.০০		৬৩.৭৮		(-) ৫.২২
লাইন ও ওয়্যার	থোক		১.১০		১.০৯		(-) ০.০১
মোট রাজস্ব:			**৩৮৫.০০**		**৩৬৬.৭৪**		
মূলধন:							
কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক		৮৩.৮৯		৮৩.৩৪		(-) ০.৫৫
কম্পিউটার সফটওয়ার	থোক		১৬৩.৭৫		১৬০.০৯		(-) ৩.৬৬
অফিস সরঞ্জাম	থোক		৭.৬৬		৬.৮০		(-) ০.৮৬
ফার্ণিচার সামগ্রী	থোক		২৭.২০		২৭.০৬		(-) ০.১৪
এয়ারকন্ডিশন	থোক		১৯.২০		১৮.৫২		(-) ০.৬৮
মোট মূলধন:			**৩০২.০০**		**২৯৫.৮১**		
সর্বমোট:			**৬৮৭.০০**		**৬৬২.৫৫**		

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ		কর্মকাল		মন্তব্য
		পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদান	বদলী	
১	২	৩	৪	৫	৬	
১।	ফরিদা নাসরীন, যুগ্ম-সচিব	-	হ্যাঁ	১৩/০৪/২০১৪	০৬/০৪/২০১৫	প্রকল্পটি শুরু হতে সমাপ্ত পর্যন্ত একজন প্রকল্প পরিচালক কর্মরত ছিলেন।
২।	ফরিদা নাসরীন, অতিরিক্ত সচিব	-	হ্যাঁ	০৭/০৪/২০১৫	৩০/০৬/২০১৮	

১৩.০ **প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

১৩.১ এ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক ছাড়াও ১ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক, ১ জন সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ১ জন সিষ্টেম এনালিষ্ট, ১ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ১ জন সাঁটমূদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন অফিস সহায়কসহ মোট ৭টি পদের জনবল কাজ করেছে। এরমধ্যে অফিস সহায়কের পদটি আউটসোসিং-এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং বাকী ৬ জন নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছে।

১৩.০ **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

১৩.১ গাড়ী/ট্রান্সপোর্ট ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় কোন গাড়ী/ট্রান্সপোর্ট ক্রয় করা হয়নি।

১৩.২ **পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ঃ** প্রকল্পের ডিপিপিতে পণ্য ক্রয়ে ২০০.০০ লক্ষ এবং কনসালটেন্সি খাতে ১০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। উল্লেখ্য যে, সকল পর্ণ্য/সেবা কার্যসমূহ উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	-প্রাক্কলিত ব্যয় -চুক্তি মূল্য	-দরপত্র আহবানের তারিখ -চুক্তির তারিখ -চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ -প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	জিডি-১	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৬.৪০	১৪/০২/২০১৪ ১২/০৫/২০১৪ ৩০/০৫/২০১৪ ৩০/০৫/২০১৪	
০২।	জিডি-২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৭০.২৮	১৭/০৭/২০১৪ ১২/১০/২০১৪ ৩০/১০/২০১৫ ৩০/১০/২০১৫	
০৩।	জিডি-৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৮.৮৮	০১/০৭/২০১৫ ১৫/১০/২০১৫ ৩০/০১/২০১৬ ৩০/০১/২০১৬	
০৪।	জিডি-৪	অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপি)	৫.০০	১৪/০৭/২০১৪ ১২/১০/২০১৪ ৩০/০১/২০১৫ ৩০/০১/২০১৫	
০৫।	জিডি-৫	আসবাবপত্র সামগ্রী	১০.০০	১৪/০২/২০১৪ ১২/০৫/২০১৪ ৩০/০৫/২০১৪ ৩০/০৫/২০১৪	
০৬।	জিডি-৬	আসবাবপত্র সামগ্রী	১০.০০	১৪/০৭/২০১৪ ১২/১০/২০১৪ ৩০/০১/২০১৫ ৩০/০১/২০১৫	
০৭।	জিডি-৭	এয়ার কন্ডিশন	১৪.০০	১৪/০৭/২০১৪ ১২/১০/২০১৪ ৩০/০১/২০১৫ ৩০/০১/২০১৫	
০৮।	জিডি-৮	ক্যামেরা ও যন্ত্রাংশ	০.৫০	১৪/০৭/২০১৪ ১২/১০/২০১৪ ৩০/০১/২০১৫ ৩০/০১/২০১৫	
০৯।	ডাব্লিউ ডি-১	অফিস রুম সজ্জা	৩০.০০	১৪/০৭/২০১৪ ১২/১০/২০১৪ ৩০/০১/২০১৫ ৩০/০১/২০১৫	
১০।	এসডি-১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১৫৮.১০	১৪/০৭/২০১৪ ১২/১০/২০১৪ ৩০/০১/২০১৫ ৩০/০১/২০১৫	

১৪.০ **বছরভিত্তিক মূল ডিপিপি/আরডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১৩-১৪	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১৫.২৯
২০১৪-১৫	৩৫৯.৬৪	১০৭.০০	১০৭.০০	১০৭.০০	৮৩.৫৯
২০১৫-১৬	১৬০.৭৬	১৭০.০০	১৭০.০০	১৭০.০০	১৬৬.৭৩
২০১৬-১৭	১৩৬.৬০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৩৮.৪৭
২০১৭-১৮	২৭০.০০	২৭০.০০	২৭০.০০	২৭০.০০	২৫৮.৪৭

১৫.০ **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

১৫.১ প্রকল্পটি গত ১৭/১২/২০১৯ তারিখে এ বিভাগের উপ-পরিচালক কানিজ মওলা পরিদর্শন করেন।

১৬.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
ক) পাইপ লাইনে থাকা ও চলমান বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।	ক) এ উদ্দেশ্যে 'Foreign Aid Management System" (FAMS) Software স্থাপন ও পরিচালনা করা হয়েছে। এটি ওয়েব বেইজড Software যার মাধ্যমে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। Real Time Data নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাইপ লাইনে থাকা ও চলমান বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
খ) বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ প্রদান ও সর্বাত্বক ব্যবহার নিশ্চিত করা।	খ) প্রকল্প এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ প্রদান ও সর্বাত্বক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/সেক্টর/প্রজেক্ট অনুযায়ী প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্প সাহায্যের বন্টন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।
গ) বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	গ) মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময়ে FAMS Software প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সাহায্য ও ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলস্বরূপ দক্ষতার মাপকাঠিতে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনার উন্নত হয়েছে।

১৭.০ **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ডাটা বেইজ ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার প্রকল্প পরিচালকদের সম্পৃক্ত করা যায়নি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ডাটা বেইজটি ব্যবহারের জন্য কাংখিত সংখ্যায় প্রকল্প পরিচালকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেননি। এ কারণে প্রকল্পে কাংখিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ইআরডি 'র যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তারা সফলভাবে প্রশিক্ষণ হতে লব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করতে পারছে।

১৮.০ **Audit:** এ প্রকল্পের কোন ফাপাড অডিট সম্পন্ন হয়নি।

১৯। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত:** এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের নির্ধারিত প্রশিক্ষণসমূহ যথা: সর্বমোট ২৩ জন কর্মকর্তা স্টাডি ট্যুর করেছেন এবং ২৬ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পের শিক্ষা সফর প্রথম পর্যায়ে নেপাল এবং থাইল্যান্ডে দ্বিতীয় পর্যায়ে হংকং ও ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ২৬ জন কর্মকর্তা UNTAC সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সরাসরি debt Management এবং FAS Management বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেছেন।

১৯.০ বিশেষ পর্যবেক্ষণ:

১৯.১ প্রকল্পের ডিপিপি, বাস্তবায়ন নথিপত্র, তথ্য এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এ প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পূর্বের চেয়ে সহজেই FAMS Software ব্যবহার করে বৈদেশিক সাহায্যের অবস্থান ও ব্যবহার জানতে পারেন।

১৯.২ এ প্রকল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার প্রকল্প পরিচালকগণকে FAMS Software প্রশিক্ষণের সম্পৃক্ত করা সম্ভব না হওয়ার কারণে প্রকল্প পরিচালকগণের পক্ষ হতে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের তথ্য আপডেটের ক্ষেত্রে তেমন সফলতা পাওয়া যায়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংখ্যাপূরণের জন্য প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কম গরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রকল্প পরিচালকদের অংশে সক্ষমতা আশানুরুপভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি।

১৯.৩ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত/স্থাপিত Softwareটি পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোন জনবল নেই। প্রকল্প সমাপ্তির পর অর্জিত Softwareটি ইআরডি'র প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রশাসনিক উইং-এ হস্তান্তর করা হলেও ইআরডি'র নিজস্ব আইটি স্থাপনায় নিয়োজিত জনবলের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। ইআরডি'র যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তারাই মূলত এটি রক্ষণাবেক্ষণ/পরিচালনা করছেন। বিষয়টি সঠিক নয়; কেননা কোন একটি বিশেষ সুবিধা/জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে প্রকল্প সমাপ্তির পর লব্ধ সুবিধা/জ্ঞান মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার স্থায়ী সেট-আপের জনবল দিয়ে পরিচলনা/রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে এ নিয়মটি প্রতিপালিত হচ্ছে না।

১৯.৪ এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তাদের কোন ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়নি। এতে পরবর্তীতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষণ হতে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একই ধরনের কাজে পরবর্তীতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যোগসূত্র স্থাপন সহজতর হবে না।

২০.০ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের উল্লেখ্যযোগ্য স্থির চিত্র:**



চিত্র- পরিদশনকালে প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে।

২১.০ **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর কাজের বর্তমান অবস্থা:**

২১.১ বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার, বন্টন ও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অন লাইনে করা সম্ভব হচ্ছে।

২১.২ প্রকল্প পারিচালকদের যেহেতু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি বিধায় প্রকল্প পরিচালকদের পক্ষ হতে শতভাগ তথ্যের আপডেট পাওয়া যাচ্ছে না।

২২.০ **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপাভোগীদের মতামত:**

২২.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে Debt Management কার্যক্রম সহজতর হয়েছে বিশেষত: UNTAD সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

২২.২ যে সকল কর্মকর্তাগণ হংকং-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তারা Bond ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরনের ঋণ (যথা: ৬ ধরনের) সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ঋণ গ্রহণে মাত্র ২টি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। যথা: Flowing ও Fix। এতে পরবর্তীতে এ সকল কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্য ৪টি প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারবেন মর্মে আশা করা যায়।

২২.০ **<u>মতামত/সুপারিশঃ</u>**

২২.১ এ ধরনের প্রকল্প হতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে প্রাতিষ্ঠানিককরণের জন্য অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের তথ্য ইআরডি কর্তৃক সহজেই ব্যবহারের জন্য ইআরডি'র আইটি সেক্টরের জনবলকে প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায় হতেই সম্পৃক্ত/অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে এ প্রকল্প হতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রাতিষ্ঠানিককরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ইআরডি'র আইটি সেক্টরের জনবলের নিকট স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/প্রক্রিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২২.২ প্রকল্পের প্রধান স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্প সুবিধার আওতায় আনার জন্য প্রকল্প চলাকালীন যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অর্থ ছাড় এবং অন্যান্য বিষয়ে সেগুলো অব্যাহত রাখা প্রয়োজন (অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ নিয়মিত তথ্যের আপডেটকরণের সাথে অর্থ ছাড়করণের বিষয়টি আবশ্যিক করা যেতে পারে)।

২২.৩ এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ অর্জন করেছেন তা উল্লেখ করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইডি নম্বরসহ একটি ডাটাবেইজ তৈরী করে ইআরডি'র ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ওয়েব সাইটের তথ্য সরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে এ তথ্য ব্যবহার করতে পারবে।

২২.৪ এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত Softwareটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইআরডি'র আইটি সেক্টরের সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

২২.৫ উপরিউক্ত মতামত/সুপারিশের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।